Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 184 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 184 - 189
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ব্রাত্য বসুর নির্বাচিত নাটকে রাজনীতি

শুভঙ্কর দে
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : subhankardey27@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Bratya Basu, Political Play, Winkle Twinkle, CPI(M), TMC, Krishnagohowar, Ruddhasangeet, Boma.

Abstract
Bratya Basu is a play writer, essayist, theatre artist, actor, film director and critic in the field of literature simultaneously. Play writing is a major role of this multitalented personality. My topic of discussion is one of the aspects of his play writing.

Since 1993, Basu is contributing in Bengali literature with his play scripts. Politics have been one of the main-topic of his scripts till now. 'Winkle Twinkle'(2002), 'Virus M' (2003), '17th July' (2004), 'May Dibosher Latok' (2005), 'Operation 2010' (2005), ' Page Four, It's also a game' (2006), 'Krishnagohowor' (2007), 'Comrade kotha' (2008), 'Ruddhasangeet' (2009), 'Bhoi' (2009), 'Altaf Gomes' (2013) and 'Boma'(2015) are the plays with direct or indirect political plot by Bratya Basu.

'Winkle Twinkle' is his first play write with political scenario. This play portrays the picture of 1970s; social issues of that period and people suffering with the issues. The conflicts between CPI(M) and TMC have been addressed. The plot revolves around the central character Sabyasachi. 'Krishnagohowar' is first play in Bengali literature with the plot of homosexuality. This play directly portrays the political scenario of Nandigram that time. The political uncertainty and human life is the topic of discussion here. 'Ruddhasangeet', written in 2009 has three layers in the single play itself- political party, institutional politics and politics by media and newspaper too. 'Boma' written in 2015 has of historical plot of Indian independence.

Here I have discussed different layers of political scenario in the above mentioned play writes by Bratya Basu in my Essay.

Discussion

সাহিত্যচর্চার শুরু থেকেই দেখা যায় যে, বেশিরভাগ সাহিত্যচর্চায় সমকালীন সমাজের ভালোমন্দ, অর্থনীতি, রাজনীতির দিকগুলি প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যের অনেক ধারা রয়েছে। সেই সব ধারার মধ্যে অন্যতম একটি ধারা নাটক। নাটক এমন এক সাহিত্য, যার পাঠ্য হয় আবার দর্শনও হয়। অবশ্য সমালোচকেরা নাটককে বরাবর দৃশ্যকাব্য বলেই আলোচনা

করেছেন। কিন্তু একজন নাটককারের লেখার গুণে ঘরে বসেও একজন সহৃদয় পাঠক নাটক পড়ে নাট্যস্বাদ নিতে পারেন। তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নাটক। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেও অনেক নাটককারকে আমরা বাংলা নাট্যসাহিত্যে পেয়েছি যাঁদের রচনা নাটক মঞ্চে যেমন বিপ্লব ঘটিয়েছে তেমনই ঘরে বসে পাঠক পড়লে পাঠকের মনকে তোলপাড় করে দিয়েছে। অধুনা তেমনই এমন একজন নাটককার বাংলা নাট্যসাহিত্যে অনেক বছর ধরে মঞ্চ ও পাঠকের হৃদয় দু জায়গায় নিজের গুণে স্থান করে নিয়েছেন তিনি ব্রাত্য বসু। সম্পূর্ণ নাম ব্রাত্যব্রত বসু রায়চৌধুরী।

ব্রাত্য বসু একাধারে নাটককার, নাট্যকার, অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রাবন্ধিক এবং বর্তমান রাজনৈতিক দলের শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভার একটি দিক— নাটক রচনার বিশেষত্ব নিয়ে আমার এই আলোচ্য প্রবন্ধ। তিনি ১৯৯৩ সাল থেকে নাটক রচনায় হাত দেন। আজ দীর্ঘ ৩০ বছর পরেও তাঁর নাটক রচনা এগিয়ে চলেছে। তাই তাঁর নাটক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ এরও বেশি। এত নাটকের অনেক বিষয় বৈচিত্র্য দেখা যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক রাজনীতি প্রসঙ্গ।

তাঁর রাজনৈতিক নাটকগুলিতে কিছু নির্দিষ্ট দিক বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়—

১. সমকালীন দলীয় রাজনৈতিকের ছবি।
২. দেশের চিরকালীন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমস্যা।
৩. রাজনৈতিক সংগ্রাম বা আন্দোলনের ছবি।
৪. সভ্যতা ও শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস শ্রেণিবিন্যাস।
৫. মানুষে মানুষের মনন রাজনীতি।

ব্রাত্য বসুর যে সকল নাটকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ধরা পড়ে সেই নাটকগুলি হল— ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ (২০০২), ‘ভাইরাস এম’(২০০৩), ‘১৭ই জুলাই’ (২০০৪), ‘মে দিবসের লাটক’ (২০০৫), ‘অপারেশন ২০১০’ (২০০৫), ‘পেজ ফোর, ইটস অলসো আ গেম’ (২০০৬), ‘কৃষ্ণগহ্বর’ (২০০৭), ‘কমরেড কথা’ (২০০৮), ‘রুদ্ধসংগীত’ (২০০৯), ‘ভয়’ (২০০৯), ‘আলতাফ গোমস’ (২০১৩), ‘বোমা’ (২০১৫)।

ব্রাত্য বসু বর্তমান রাজ্যসরকার তৃণমূল দলের শিক্ষাকর্মী। তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন ২০০৬-৭ সালে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে ও নেতৃত্ব দিয়ে। অবশ্য তার আগে কলেজ জীবনে রাজনীতি করেছেন। এই কথাগুলো বলে নেবার কারণ তিনি যেহেতু একজন প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মী, তাই পাঠকের মনে এটাই আসবে যে, তিনি যাইই লিখুন রাজনীতির ছায়া পড়বে। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায় তাঁর যে নাটকটিতে প্রথম সরাসরি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে সেটি হল— ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ (২০০২)। এর আগে তিনি ‘অশালীন’ (১৯৯৬), ‘অরণ্যদেব’ (১৯৯৮), ‘মুখোমুখি বসিবার’ (১৯৯৯) এর মতো নাটক রচনা করেন। যেখানে বাংলা ভাষার শালীনতা অশালীনতা যেমন প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে তেমনই সম্পর্কের টানাপোড়েনের ছবিও দেখা গেছে। ২০০০ এর পর থেকে তাঁর রচনায় অল্প অল্প করে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ছায়া ফেলতে থাকে। সময়টার দিকে নজর দিলেই বুঝতে পারি তিনি তখনও প্রত্যক্ষভাবে কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য হননি। কিন্তু একজন সংবেদনশীল শিল্পীর (তিনি লেখক হন বা গায়ক বা চিত্রশিল্পী) চিন্তায় মননে রাজনৈতিক ভাবনা আসবেই। সেটি এড়িয়ে গিয়ে শিল্প-সাহিত্য চর্চা করা শিল্পীর জন্য খুব একটা প্রশংসনীয় বলে মনে করা হয় না। তাই ব্রাত্য বসুর নাটকেও ধরা দেয় রাজনীতি। কখনও সেটা কোনও দলের সমালোচনা হিসেবে, কখনও ব্যক্তিগত, কখনও দেশের সামগ্রিক রাজনীতি হিসেবে। তাই তিনি বাস্তব রাজনীতির মধ্যে থেকেও রাজনীতি, ভাষা, ইতিহাস এবং সত্যকে বারবার ভেঙেচুরে গভীরভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন। একটা নাটক থেকেই তার পরবর্তী আর একটা নাটকের জন্ম হয়েছে।

‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ এ আমরা দেখতে পাই যে, বিশ শতকের সাতের দশকের ব্যক্তি মানুষের যন্ত্রণা, অবক্ষয়িত সমাজ বদলের রীতি নাটকের বিষয়কে পরিস্ফুট করেছে। নাটকের মূল চরিত্র সব্যসাচী সেন একজন রিপ ভ্যান উইঙ্কল। মূল আলোচনার আগে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার ব্রাত্য বসু ‘উইঙ্কল’ শব্দের ব্যবহার কেন করলেন? সব্যসাচীকে রিপ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 184 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভ্যান উইঙ্কল বলা হচ্চে কেন? কে এই রিপ ভ্যান উইঙ্কল? তিনি হলেন এক কাল্পনিক চরিত্র। আমেরিকান লেখক ওয়াশিংটন আরভিং ছোটোদের জন্য একটি গল্প লেখেন 'রিপ ভ্যান উইঙ্কল' নামে ১৮১৩ সালে। গল্পটি এরকম—

রিপ ভ্যান উইঙ্কল একজন অলস ছেলে ছিল যে কাজ করতে পছন্দ করত না। সে তার মায়ের কথা উপেক্ষা করে একদিন তার কুকুরকে নিয়ে পাহাড়ে গেল। সেখানে সে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ একজনের ডাকে তার ঘুম ভেঙে গেলে, দেখতে পায় পাশে কেউ নেই। তার কুকুরকে ডাকলেও আসে না। তার পাশেই তার বন্দুকটা পাওয়া যায়। বন্দুক তুলে নিয়ে দেখে তাতে মরিচা পড়েছে। তারপর উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু তার জয়েন্টগুলি ব্যথা করে। সেই ব্যথা নিয়েই সে তার গ্রামে ফিরে আসতে হিমশিম খায়। গ্রামে এসে সে সবার নতুন মুখ দেখতে পায়। সে তার পুরানো বন্ধুদের খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারে যে তারা সবাই মারা গেছে বা চলে গেছে। তখন নিজকে দেখে, দেখতে পায় যে রাতারাতি এক ফুট লম্বা সাদা দাড়ি বেড়িয়েছে। অবাক হয়ে গিয়ে যখন সে বুঝতে পারল যে সে বিশ বছর ধরে ঘুমিয়ে ছিল। গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করে যে, রিপ ভ্যান উইঙ্কল নামে কাউকে চেনে কিনা? একজন বৃদ্ধা ছাড়া আর কেউ উত্তর দিল না। সে বলে যে, রিপ ভ্যান আমার অলস ছেলে যে পাহাড় থেকে আর ফিরে আসেনি। রিপ তখন বুঝতে পেরে দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে।

নাটকে দেখা যায় মূল চরিত্র সব্যসাচী সেন ১৯৭৬ সালে পুলিশের তাড়া খেয়ে এক পার্কের বেঞ্চের তলায় আশ্রয় নেয়, এবং ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে দেখে চারদিক বদলে গেছে। তার সংলাপে উঠে আসে —

> "আচ্ছা। (কী যেন ভাবেন) ঘুমের আগে আর ঘুমের পরে একটা বেশ অদ্ভুত পরিবর্তন হয় না মানুষের? এই পার্কটাও কেমন পালটে গেছে মনে হচ্ছে। ঘুম থেকে উঠলে সবই কি নতুন লাগে। আচ্ছা বলতে পারেন, পালটানোটা কি আমাদের ভেতর থেকে হয়, নাকি বাইরে থেকে? আর চারপাশটা, সেটারই বা কী হয়?"[১]

সব্যসাচী সেন একজন কমিউনিস্ট CPI (M) এর সক্রিয় কর্মী ছিল। সে এই সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখেছিল এবং ২০০২ সালে এসে দেখতে পায়, তার সেই সব স্বপ্নের আর কোনো অর্থ নেই। সব্যসাচী সেনের ছেলে ইন্দ্র যে তার বাবার বিপরীত মেরুর রাজনীতি অর্থাৎ তৃণমূল করে। মেয়ে ইন্দ্রাণী চারপাশ সম্বন্ধে অজ্ঞাত থেকেও সময়ের স্রোতে ভেসে থাকে। স্ত্রী রাজলক্ষ্মী পুরনো স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে। চারপাশ এমন পালটে যাওয়া পরিবেশকে সব্যসাচী চিনতে পারে না, সে বিভ্রান্ত হয়, কোনো দিশা খুঁজে পায়না। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে নাটককার সেই সময়ের রাজনীতিকে খুব স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলেন।

বিংশ শতকের সাতের দশকে অশান্ত কলকাতায় জরুরি অবস্থার সময় বিপ্লবের রূপরেখার দেখা মেলে। বামফ্রন্ট দল ক্ষমতার লোভে সংসদীয় গণতন্ত্রের চোরাবালিতে আটকে যায়। এই বক্তব্যগুলিকে জোরদার করার জন্য বিশ্ব জুড়ে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের মহানায়ক কমরেড স্তালিনের বিখ্যাত বক্তব্যকে সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেন নাটককার।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, পঞ্চাশের খাদ্য আন্দোলন, বাসভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন, চিন ভারত যুদ্ধ, ষাটের দশকের খাদ্য আন্দোলন, নকশাল বাড়ি ইত্যাদি আন্দোলন ভারতীয় সমাজকে অসহনীয় করে তুলেছিল। আবার বিশ শতকের শেষের দিকে ১৯৮৪ সালে ভয়াবহ দাঙ্গা, ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধ, ভারতে একের পর এক ধর্মীয় দাঙ্গা সমাজকে দুর্বিষহ করে তোলে। ভারতীয় কমিউনিস্ট যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে শাসন শুরু করেছিল সেভাবে বজায় না থেকে ক্রমশ তা দুর্বল হতে থাকে। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাজকর্মকে ঘিরে মানুষের মনে যে চিন্তার উত্থাপন হয় তার প্রতিফলন দেখা গেছে এই নাটকে।

নাটকে সব্যসাচীর সঙ্গে তার ছেলে ইন্দ্রের একটা ব্যবধান তৈরি হয়। এই ব্যবধান তার আগে সব্যসাচীর সঙ্গে তার বাবা বিনয়ভূষণের সঙ্গেও হয়েছিল। এই বোঝা না বোঝার খেলা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রূপের বদল ঘটে। কিন্তু নিজের নির্মাণ যখন নিজেরই পরিবর্তিত পরিস্থিতির স্রষ্টা হয়ে ওঠে, তখন হিসেব মেলে না। তাই ১৯৭৬ সালের বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী সব্যসাচী যখন ২০০২ এ এক পার্কে এসেও নিজেকে মেলাতে পারেনা চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে। ইন্দ্র

তার মা রাজলক্ষ্মীকে বারবার বলে চলে সব্যসাচীকে উদ্দেশ্য করে, ওনাকে সত্যিটা বুঝতে দেওয়া হোক যে এটা ২০০২ সাল। গোটা পশ্চিমবঙ্গে এখন পালটে দেওয়ার হাওয়া বইছে। তখন আবার সব্যসাচী বলে ওঠে যে, এখন জরুরি অবস্থা। কিন্তু ইন্দ্র বলে ওঠে –

> "...আপনার ভবিতব্য হবে রিপভ্যান উইঙ্কলের মতো—সেও ঘুম থেকে উঠে এসে কারও সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারেনি– কারও সঙ্গে না।..."[২]

অর্থাৎ এই নাটকে ধরা হচ্ছে দুটি সময়কে। সময়কে ধরতে গিয়ে যে যার সময়কেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছে। এখানে বিশেষভাবে কোনও একটাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। নাটককার এই নাটকের সমালোচনার বিরুদ্ধে বলেছিলেন যে, তিনি এই নাটককে বাম-বিরোধী নাটক বলে মনে করেন না। এটি দুই ভিন্ন সময়ের চিত্র। এই নাটক দুই ভিন্ন সময়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখায়, রাজনীতি সেখানে একটা অংশ হয়ে দেখা দিয়েছে।

২০০৭ সালে রচিত বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম নতুন ভাবনার প্রকাশ পায় 'কৃষ্ণগহ্বর' নাটকের মধ্যে দিয়ে। এর বিষয় সমকামিতা। সেখান থেকে বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তা– যা কোয়ান্টাম ফিজিক্স এর সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করেছেন।

এই নাটকে রয়েছে ব্যক্তিসমাজ ও তার প্রতিবেশের টানাপোড়েন এবং তা থেকে সঞ্জাত এক অনিবার্য বিশিষ্টতা, একাকীত্ববোধ। শিল্পী হিসেবে এখানে অংশুমান খুব একটা নাম করতে পারেনি, তাই সে একাকীত্বে অবসাদে ভুগতো। সেখান থেকে তার স্ত্রী জয়তী যে কলেজে ফিজিক্সের অধ্যাপিকা তার ছাত্র রাহুলের প্রতি অংশুমান আকর্ষণ বোধ করে। মধ্যবয়সে পৌঁছে অংশুমানের এই উপলব্ধি ঘটে যে সে সমকামী। তাদের দৈহিক মিলন হয়, কিন্তু তারপর রাহুল ছেড়ে চলে গেলে অবসাদে ডুবে গিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয় অংশুমান। তখন তার সংলাপে উঠে আসে রাহুলের মধ্যে সে তার নিজের যৌবন বয়স দেখতে পেত –

> "ও যে আমার তিরিশ বছর আগের অতীত। একদম আমার মতো। অথচ আমার নষ্টজিন ওর শরীরে নেই। ও ছিল অসম্ভব। পবিত্র। শুদ্ধ..."[৩]

পাশাপাশি তখন তার স্ত্রী জয়তীর সঙ্গে সহকর্মী রঙ্গনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক শুরু হয়। কিন্তু তাদের এই সম্পর্ক অনিশ্চিত। পুত্র অভিষেকের প্রেমিকা অনিন্দিতা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে অস্থিরতায় ভোগে, আর মেয়ে মৌ এর নাটকের দলে দেখা যায় অন্তর্গত সংঘাত, রাজনীতি। শেষ পর্যন্ত অংশুমান, রাহুল, জয়তী, অনিন্দিতা, মৌ চরিত্রগুলির টানাপোড়েনে নাটক পৌঁছে যায় জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে।

২০০৭ সালে ব্রাত্য বসু নন্দীগ্রাম আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই নাটকেও সেই নন্দীগ্রামের উল্লেখ রয়েছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে নন্দীগ্রামের যে যোগাযোগ সেই কারণে নাটকের আলোক চরিত্রটি আসে নন্দীগ্রাম থেকে। সে এসে তার সমস্যার কথা বলে এবং তাকে কেন্দ্র করে গৌরী ও প্রজিত গিয়ে পড়ে 'কৃষ্ণগহ্বর' এর মধ্যে। প্রত্যেকটি চরিত্র শেষে গিয়ে অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় ভোগে। এই যে অনিশ্চয়তা এটাই মানব জীবন এই সারসত্য ফুটে উঠেছে।

২০০৯ সালে সংগীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের আত্মজীবনী গ্রন্থ 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত' এর উপর অবলম্বন করে রচিত ব্রাত্য বসুর নাটক 'রুদ্ধসংগীত' ২০০৯ সালে শারদীয় 'প্রতিদিন'-এ প্রকাশিত হয়। এটি একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক নাটক। কেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলছি কারণ, একজন সংগীতশিল্পীর ব্যক্তিজীবন কেন্দ্রে থাকলেও সেই শিল্পীর জীবনকে অতিক্রম করে এ নাটক বলেছে যুগে যুগে একা হয়ে যাওয়া শিল্পীদের কথা যাঁরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের বাধ্য না থেকে নিজের বিবেক ও বিচার অনুযায়ী তাঁদের জীবন ও শিল্পচর্চাকে চালিত করেছেন।

এই নাটকে দেবব্রত বিশ্বাসের লড়াই তিনটি স্তরে দেখানো হয়েছে। প্রথম, পার্টির সঙ্গে। পার্টিতে যারা নেতা তারা সবাই নন-ক্রিয়েটিভ। প্রথমে এই পার্টি সৃষ্টিশীল শিল্পীদের প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছিলেন, তাতে পার্টির সুনাম

হবে এই ভেবে। কিন্তু পরে সেই নেতারাই শিল্পীদের সহ্য করতে পারলেন না। ঈর্ষার প্রকাশ পেতে থাকলো। নিজেদের অধীনে রাখার চেষ্টা শুরু হল। তখন শিল্পীরা বেরিয়ে এলেন— প্রমোদ দাশগুপ্ত, দেবব্রত বিশ্বাস, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ।

দ্বিতীয় সংগ্রাম সাংগীতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। এই প্রতিষ্ঠান হল বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড। কিন্তু এই বোর্ডের নামের আড়ালে কে বা কারা সেই সংগ্রামে তাঁর আসল প্রতিপক্ষ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে নাটকে। ফলে তিনি বন্ধ করে দেন গানের রেকর্ড করা।

তৃতীয় সংগ্রাম মিডিয়া ও সংবাদপত্রের সঙ্গে। তাদের সঙ্গেও লড়ে গেলেন। হার স্বীকার না করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেন। পার্টির বিরুদ্ধতা, মিডিয়ার বিরুদ্ধতা, সহযাত্রীর বিরুদ্ধতা কীভাবে হাসিমুখে পার হয়ে আসা যায় তা এই নাটকে তা তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটি আরও এক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য যে, এই নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ২০০৯ সালে ব্রাত্য বসু নিজের দল 'ব্রাত্যজন' তৈরি করেন।

২০১৫ সালে 'বোমা' নামে নাটকে এই বিষয়ে দেখা যাই ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সময়কাল। এখানে প্রত্যক্ষভাবে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে নিয়ে আসা হয়েছে— অরবিন্দ ঘোষ, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বোস প্রমুখ। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও ঘটনার ভেতর দিয়ে মানুষের চিরকালীন সংকটগুলো প্রকাশ পেয়েছে। ক্ষমতালোভ, ঈর্ষা কীভাবে হিংসা ও হননের পর্যায়ে পৌঁছায় তার ছবি ধরা হয়েছে এখানে। তার পাশাপাশি উদাসীনতা, বৈরাগ্য, দেশপ্রেম, ঈশ্বরনির্ভর জীবনের কথাও প্রকাশ পেয়েছে নাটকে।

১৯০৮ সালের সমাজকে আনা হয়েছে। সেই সময় দেশে চালু হয়েছে 'রাজদ্রোহমূলক জনসভা আইন', 'বিস্ফোরক দ্রব্য আইন', 'প্রেস-আইন'-এর মতো আইন। এ সব সত্ত্বেও বাঙালি মধ্যবিত্তদের একটা বড় অংশ যুক্ত হলেন চরমপন্থী দলে। যাকে কেউ বলেন, বেঙ্গল রেভলিউশনারি পার্টি, কেউ বলেন যুগান্তর সমিতি। যাঁদের এজেন্ডা একটাই— ব্রিটিশকে দেশ থেকে তাড়াতে গেলে খতম করতে হবে। পাল্টা মারের লড়াইয়ে নেমে তাদের মনে ভয় ধরাতে হবে। শাসকের কোনও রং হয় না। যে চিন্তা থেকে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার মূল মদতদাতা লেফটানান্ট এনড্রু ফ্রেজার, আটক-হওয়া স্বদেশীদের উপর অত্যাচার চালানোর পাণ্ডা চিফ প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের মতো ইংরেজরা তাঁদের খতম-তালিকায় পড়লেন। মুরারি পুকুরে বোমা তৈরির কারখানা তৈরি হল। চলল খতম অভিযান। কিন্তু অল্প কয়েক মাসের মধ্যে 'যুগান্তর সমিতি'র পুরো ব্যাপারটাই ভেস্তে গেল। বোমার কারখানা নজরে চলে এল ইংরেজদের। একে একে ধরা পড়লেন নেতানেত্রী সহ প্রায় একশো জন। আজও বলতে গেলে অনুদ্ঘাটিত, ঠিক কী করে পুরো পরিকল্পনাটি অত দ্রুত গোচরে আসে শাসক ইংরেজের। কৌশলের অসারতা? পদ্ধতির অপরিপক্কতা? আবেগসর্বস্ব অ্যাডভেঞ্চারিজেমের ফল? নাকি বিশ্বাসঘাতকতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, মধ্যবিত্তসুলভ লোভ? নাটককার ব্রাত্য বসু এই প্রশ্নগুলো নিয়ে কাহিনি বুনেছেন। কাল্পনিক চরিত্র এনে তাঁর সন্দেহকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন।

বর্তমানে ব্রাত্য বসুর কলম দিয়ে আর কোনও রাজনৈতিক নাটক বের হয় না। এর কারণ কি শুধুই তিনি বর্তমান ক্ষমতাধারী দলের পৃষ্ঠপোশক নাকি তিনি নিজের শিল্পীসত্ত্বাকে দমিয়ে রেখে মন্ত্রীর পদকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন? প্রশ্ন থেকে যায়।

Reference:

১. বসু, ব্রাত্য, 'উইঙ্কল টুইঙ্কল', *নাটক সমগ্র ১,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর, ২০০৪, পৃ. ২৪৬

২. বসু, ব্রাত্য, 'উইঙ্কল টুইঙ্কল', *নাটক সমগ্র ১,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর, ২০০৪, পৃ. ২৬৯

৩. বসু, ব্রাত্য, 'কৃষ্ণগহ্বর', *নাটক সমগ্র ২,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, মে, ২০১০, পৃ. ১৭৭

Bibliography:

ব্রাত্য বসু, 'নাটক সমগ্র' (১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর, ২০০৪।

ব্রাত্য বসু, 'নাটক সমগ্র' (২য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই, ২০১৪।

ব্রাত্য বসু, 'নাটক সমগ্র' (৩য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ২০১৭।

ব্রাত্য বসু, 'নাটক সমগ্র' (৪র্থ খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, মে, ২০২২।

ব্রাত্য বসু, 'গদ্য সংগ্রহ', দে'জ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯।

ব্রাত্য বসু, 'কেন নাটক লিখি', সায়ক নাট্যপত্র, মেঘনাদ ভট্টাচার্য (সম্পাদক), নাটককার সংখ্যা, ১৬ সংখ্যা, ২০২০।

ব্রাত্য বসু, 'নির্বাচিত প্রবন্ধ', কারিগর প্রকাশনা, ৩৫বি, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৪, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

ব্রাত্য বসু, 'তোমার সিন্ধুর বাড়ি', মৌহারি প্রকাশন, ৫১, সেন্ট্রাল রোড, যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৩২, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০২১।

শম্পা ভট্টাচার্য, 'ব্রাত্য বসুর নাটক থেকে নাট্যে নতুন শতাব্দীর অন্তর্ঘাত', দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ২০১৫।

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অস্তিত্ব অনুভূতি অবিনির্মাণ ব্রাত্য বসুর নাটক', দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০১৩।